তালতলীতে ছাতা মাথায় পাঠদান

জসিম উদ্দিন, *তালতলী (বরগুনা)* ●

বরগুনার তালতলী উপজেলার তালুকদারপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃষ্টি হলেই টিনের চালা দিয়ে পানি পড়ায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কক্ষের ভেতরে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে ক্লাস করতে হয়। টিনের চালা দিয়ে পড়া বৃষ্টির পানিতে ধীরে ধীরে শ্রেণি কক্ষগুলো ভরে যায়। এতে বৃষ্টিকালে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ওই বিদ্যালয়ের ৪ শতাধিক শিক্ষার্থীকে।

বিদ্যালয়টি ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৮ সালে ৪ কক্ষবিশিষ্ট একটি সেমিপাকা টিনশেড ভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। ওই ভবনের একটি কক্ষ শিক্ষকদের অফিস কাম লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার করা হলেও বাকি ৩টি কক্ষে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে জরাজীর্ণ পুরনো ওই সেমিপাকা টিনশেড ভবনের ৪টি রুমই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অন্য কোনো শ্রেণি কক্ষ না থাকায় বাধ্য হয়েই ওই জরাজীর্ণ ভবনের কক্ষে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সরেজমিন ওই বিদ্যালয়ে দেখা যায়, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন। এ সময় ওই পুরনো আধাপাকা জরাজীর্ণ টিনশেড ভবনের ষষ্ঠ শ্রেণির কক্ষে ঢুকে দেখা যায়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মাথায় ছাতা দিয়ে বসে ক্লাস করছে। পুরনো টিনের চালা দিয়ে অনবরত বৃষ্টির পানি শ্রেণি কক্ষে পড়ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রেণি কক্ষগুলো বৃষ্টির পানিতে ভরে যায়। একই অবস্থা অন্যান্য শ্রেণি কক্ষগুলোরও।

ষষ্ঠ শ্রেণির লামিয়া, সেফা, মহারজি বলে, আমাদের বিদ্যালয়ের টিনের চাল ফুটো থাকার কারণে শ্রেণি কক্ষে বৃষ্টির পানি পড়ায় আমাদের ছাতা মাথায় দিয়ে ক্লাস করতে হয়। ছাতা মাথায় দেওয়ার পড়েও পানি পড়ে আমাদের বই-খাতা ও পোশাক ভিজে যায়। নিরুপায় হয়ে আমরা বৃষ্টিতে ভিজে ক্লাস করছি।

ওই বিদ্যালয়ে নতুন একটি ভবনের নির্মাণকাজ চলমান থাকায় কর্তৃপক্ষ পুরনো ভবনটি মেরামত বা সংস্কার করতে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। আর ঠিকাদারও কাজ ফেলে রেখেছেন।

বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আবুল বাশার বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনের চালা দিয়ে পানি পড়ায় আমরা বৃষ্টিতে কক্ষের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবু তাহের বলেন, বর্তমানে বিদ্যালয়ের পুরনো আধাপাকা টিনশেড ভবনটি খুবই জরাজীর্ণ। গত তিন-চার বছর থেকেই ভবনটি বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই চাল থেকে পানি পড়ে ক্লাসের ভেতর জলাবদ্ধ হয়ে যায়। তখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ছাতা মাথায় দিয়ে বসে ক্লাস করতে হয়। বই-খাতাসহ নিজেরা যেন ভিজে না যাই সেজন্য অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ছাতা নিয়ে আসতে বলা হয়। তিনি আরও বলেন, পুরনো সেমিপাকা টিনশেড ভবনটির সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও এখনো কোনো সুফল পাইনি। তাই অনেকটা বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ক্লাস করছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফুল কবির মো. কামরুল হাসান মুঠোফোনে বলেন, খবর পেয়ে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের যে আধাপাকা টিনশেড ভবনে বসে পাঠদান করানো হচ্ছে সেটি অনেক পুরনো ও জরাজীর্ণ। ওই বিদ্যালয়ে একটি নতুন ভবনের নির্মাণকাজ চলমান। যত দ্রুত সম্ভব নির্মাণকাজ শেষ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আর দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে জরাজীর্ণ ও আধা সেমিপাকা টিনশেড ভবনের কক্ষগুলো।

তালুকদারপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়